দৈনিক ইত্তেফাক

45

তারিখ ... 17 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

ভার্সিটি বন্ধ রাখিয়া—

'ভার্সিটি বন্ধ রাখিয়া সমস্যার সমাধান হইতে পারে না' এই মর্মে দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সম্প্রতি যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার গুরুত্বের প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহলের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রকাশ, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক মহলও বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার দাবী জানাইয়াছেন। খবরে আরও প্রকাশ,বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ৫ জন সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার ব্যাপারে অবিলম্বে সিন্ডিকেটের জরুরী সভা তলবের জন্য ভিসিকে লিখিত অনুরোধ জানাইয়াছেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে, ভাইস চ্যান্সেলর গত ১১ই মার্চ প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক ডাকিয়াছিলেন এবং "নিরাপত্তার অভাবে ভার্সিটি খোলা সঙ্গত নয়" এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অথচ গত ৯ই মার্চ প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভায় "নিরাপত্তার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খোলার" ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। দুইদিনের ব্যবধানে একই প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এই দুই ধরনের প্রস্তাব সঙ্গত কারণেই সকল মহলে নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি না করিয়া পারে না। ৯টি ছাত্র সংগঠনও অনির্দিষ্টকালের জন্য ভার্সিটি বন্ধ রাখার ব্যাপারটাকে শিক্ষা জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষার স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং হলগুলিতে বহিরাগত রোধের দাবী জানান।

উল্লেখ্য যে, গত মাসের ২৫ তারিখে দুই দল ছাত্রের সংঘাত-সংঘর্ষে একজন ছাত্রনেতার মৃত্যুতে ভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এই দুঃখজনক ঘটনার উপরেও আমরা সম্পাদকীয় লিখিয়াছিলাম। ইতিপূর্বেও আমরা একাধিকবার বলিয়াছিলাম, এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভার্সিটি বন্ধ রাখিয়া সমস্যার সমাধান যেমন আশা করা যায় না, তেমনি পরিস্থিতি আপসে স্বাভাবিক হইয়া আসিবে, উহারও কোন নিশ্চয়তা থাকে না। অতীতে বহুবারই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি এবং বেদনার সহিত অবলোকন করিয়াছি ভার্সিটির রক্তাক্ত সংঘর্ষে এক একটি তরুণ সম্ভাবনাময় জীবনের মর্মন্তুদ পরিণতি। আমরা বহুবারই বলিয়াছি, সংঘাত-সংঘর্ষের জন্য সাধারণ ছাত্র সমাজ মোটেও দায়ী নয়। তাহারা লেখাপড়া করিতে চায়, যথাসময়ে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে চায়। পিতামাতা অভিভাবক সমাজও—যাঁহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ উপার্জনে সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়ার জন্য ভার্সিটিতে পাঠান, তাঁহারাও চান ছেলেমেয়েরা সুস্থ পরিবেশে লেখাপড়া শিখুক, উচ্চশিক্ষা শেষ করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করুক, সংসারের হাল ধরুক এবং উন্নতি করুক। কিন্তু প্রতিবারই এক একটি রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে ; ভার্সিটি বন্ধ রাখা হয়, পরীক্ষা পিছাইয়া যায়, গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটে, সেশনজট সৃষ্টি হয় এবং ৪ বৎসরের শিক্ষাজীবন ৭/৮ বৎসরেও শেষ হয় না। এভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করিয়া শিক্ষার্থীরা যখন বাহির হয়, তখন অনেকেরই আর সরকারী চাকুরীর বয়স থাকে না—অসহায় বেকারত্ব শত শত তরুণ জীবনের সকল সম্ভাবনাকে গ্রাস করে। ইহা শুধু ব্যক্তি জীবনের জন্য নয়, গোটা জাতীয় জীবনের জন্যই এক মারাত্মক অভিশাপ।

এই অভিশাপ হইতে দেশ ও জাতির মুক্তি প্রয়োজন। কোন্ পথে সেই মুক্তি সম্ভব, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তাহা অজানা থাকার কথা নয়। অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত ভার্সিটি আমরা দেখিয়াছি। সেশনজটের দুর্জ্ঞেয় জটিলতা কাটাইয়া ভার্সিটিতে যথারীতি ক্লাস হওয়া, যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও নূতনদের ভর্তি শুরু—ইহাও খুব বেশীদিনের ঘটনা নয়। এবং এইসব ইতিবাচক ঘটনাও ঘটিয়াছে রক্তাক্ত অধ্যায় পাড়ি দেওয়ার পর এই ঢাকা ভার্সিটিতেই। তখন যদি ইহা হইতে পারে, তাহা হইলে এখন তাহা হইবে না কেন? কেন শিক্ষক, ছাত্র ও ভার্সিটি কর্তৃপক্ষীয় মহল—দেশের প্রশাসনসহ সবকয়টি রাজনৈতিক দল ও অভিভাবক সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে ভার্সিটি অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে নিবদ্ধ করা হইতেছে না? বাধাটা কোথায়? অসুবিধাইবা কি? ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব যাঁহাদের, তাঁহারা যদি আগাইয়া আসেন, তাহা হইলে সেটাই হইবে এক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রথম পদক্ষেপ। ছাত্র, শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তো সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত হইয়াই আছেন। অন্যরাও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন সেই আশ্বাসও তো ইতিমধ্যে বিবৃতির আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই অবস্থায় অবিলম্বে ভার্সিটি খুলিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয় ও কার্যকর সকল পদক্ষেপ গৃহীত হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা।